বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১১-১২

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মুখবন্ধ

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রতি বছরের ন্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন-ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবীক্ষণমূলক ও সমন্বয়ধর্মী দায়িত্ব সম্পাদনের কারণে এ বিভাগের কার্যপরিধি অপরাপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা, জনপ্রশাসনের সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৩। এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মপরিধি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, এসব বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে, এ প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা সরকারের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রতিবেদনটি মূল্যবান রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১১-১২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি**		১
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**		৩
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি**		৪
৪.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন**		৫
	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ		
	৪.১	আইন অধিশাখা	৫
	প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অনুবিভাগ		
	৪.২	প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা	৫
	৪.৩	প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা	৬
	৪.৪	আইসিটি অধিশাখা	৭
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ		
	৪.৫	মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৮
	৪.৬	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৮
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ		
	৪.৭	প্রশাসন অধিশাখা	৯
	৪.৮	বিধি ও সেবা অধিশাখা	১১
	৪.৯	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	১২
	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ		
	৪.১০	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	১৩
	৪.১১	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	১৫
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ		
	৪.১২	কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	১৫
৫.০	**২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**		**১৬**
	৫.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	১৬
	৫.১.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ	১৬
	৫.২	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	১৬
	৫.২.১	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৬
	৫.২.২	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৬
	৫.২.৩	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৬
	৫.২.৪	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন বছরের বৈঠক	১৭
	৫.৩	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক	১৮
৬.০	**২০১১-১২ অর্থ-বছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**		**১৯**

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
	৬.১	আইন	১৯
	৬.২	বিধি	২০
	৬.৩	বিবিধ	২০
৭.০	**২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		**২১**
	৭.১	জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	২১
	৭.২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি	৩১
	পরিশিষ্ট-১: ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা		**৩২**
	পরিশিষ্ট-২: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ		**৩৫**
	পরিশিষ্ট-৩: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্যাবলি		**৩৬**

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বণ্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী-এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence এবং Rules of Business প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমর পুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। এ ছাড়া, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সমগ্র দেশে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি ও সমন্বয়সাধন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ। এ ছাড়া নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সঙ্কলন এবং Rules of Business, 1996-এর rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সঙ্কলিত বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুর্নবিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ০১টি আইন অধিশাখা এবং ৫টি অনুবিভাগের অধীনে ১১টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ১২টি অধিশাখা, ৩০টি শাখা, ০১টি প্রকল্প সহায়তা সেল এবং ০১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ২৮টি শাখার মধ্য থেকে ৯টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখা হিসাবে গণ্য করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছেঃ (১) নিকার, (২) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (৩) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৪) রেকর্ড, (৫) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা, (৬) বিধি, (৭) ক্রয় ও অর্থনৈতিক, (৮) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, এবং (৯) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বমোট লোকবল ২১০ জন। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** এ দেখানো হল।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া, তিনজন অতিরিক্ত সচিব ও দুইজন যুগ্মসচিব পাঁচটি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়া, চার জন যুগ্মসচিব চারটি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

	অনুবিভাগসমূহ		**অধিশাখাসমূহ***
১।	প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং	১।	প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
		২।	প্রশাসনিক উন্নয়ন
		৩।	আইসিটি
২।	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	৪।	মন্ত্রিসভা
		৫।	রিপোর্ট ও রেকর্ড
৩।	প্রশাসন ও বিধি	৬।	প্রশাসন
		৭।	পরিকল্পনা ও বাজেট
		৮।	বিধি ও সেবা
৪।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন	৯।	জেলা ও মাঠ প্রশাসন
		১০।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি
৫।	কমিটি ও অর্থনৈতিক	১১।	কমিটি ও অর্থনৈতিক
		১২।	আইন (অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত)

***** ১২টি নিয়মিত অধিশাখা ছাড়াও নয়টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করা হয়েছে।

২.৪ প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং প্রতিটি শাখার দায়িত্বে আছেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় চলতি দায়িত্বে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। আইসিটি অধিশাখার আওতায় আইসিটি শাখায় একজন সিস্টেম এনালিস্ট, একজন মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও একজন এসিসট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট ও দুইজন সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর এবং কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও একজন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর নিয়োজিত আছেন। প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার আওতায় প্রকল্প সহায়তা সেলে একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন।

২.৫ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ০৫(পাঁচ)টি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন **পরিশিষ্ট-২** এ দেখানো হল।

২.৬ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ০২(দুই)টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য, ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ **পরিশিষ্ট-৩** এ দেখানো হল।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবন্টন।

৮। তোষাখানা।

৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

৯ক। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।

১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।

১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।

১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২। যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।

১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫। পদমানক্রম।

১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮। প্রশাসনিক সংস্কার/পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)।

১৯। এ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

২১। এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন

৪.১ আইন অধিশাখা

আইন অধিশাখা অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। আইন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলা ও রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার বিষয়ে সরকারি আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১.২ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলাসমূহের বিষয়ে জবাব তৈরি করাসহ এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) আইন কোষ।

৪.২ প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা

প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.২.১ গভর্ন্যান্স, পাবলিক সেক্টর excellence and leadership এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ইস্যুতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

৪.২.২ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জনপ্রশাসন ও পাবলিক সেক্টর সংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.২.৩ জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৪.২.৪ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বিয়াম, বিপিএটিসি-এর সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

৪.২.৫ জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.২.৬ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন এবং সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.২.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের capacity building সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.২.৮ এনইসি, আইএমইডি ও একনেক সংক্রান্ত প্রতিবেদন/মতামত আদান-প্রদান;

৪.২.৯ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখা ও ০১(এক)টি সেলের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) প্রশাসনিক সংস্কার শাখা,

(খ) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা, এবং

(গ) প্রকল্প সহায়তা সেল।

৪.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.৩.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৩.২ স্বাধীনতা পদক ও অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

৪.৩.৩ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা;

৪.৩.৪ বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট তথা বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সৃষ্টি/ও সীমানা নির্ধারণ;

৪.৩.৫ নিকার সভা অনুষ্ঠান ও এ সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং নিকার সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.৩.৬ জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি ও ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা, এবং

(খ) নিকার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৪ আইসিটি অধিশাখা

আইসিটি অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.৪.১ ই-গভর্নমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সংক্রান্ত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ICT সম্পর্কিত সকল কাজে নেতৃত্ব দান, নির্দেশনা প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন;

৪.৪.২ ই-গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, সফটওয়্যার তৈরি ও প্রোগ্রাম ইন্সটলেশন করা;

৪.৪.৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহে ই-গভর্নমেন্ট চালুকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৪.৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ICT সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৪.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, নথির নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ফাইল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ডিজিটাল নথি নম্বর পদ্ধতি এবং ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তদারকিকরণ;

৪.৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, নতুন কম্পিউটার সংগ্রহ, প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ও কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং accessories প্রদান;

৪.৪.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;

৪.৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) ও ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ;

৪.৪.৯ কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৪.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪.৪.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কম্পিউটারের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন/প্রোগ্রাম তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৪.১২ কম্পিউটারের সেলের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) আইসিটি শাখা, এবং

(খ) কম্পিউটার সেল।

৪.৫ মন্ত্রিসভা অধিশাখা

মন্ত্রিসভা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৫.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

৪.৫.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৫.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের নিকট প্রেরণ এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৫.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৫.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার আয়োজন ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন;

৪.৫.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা;
(খ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং
(গ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৬ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ;

৪.৬.২ Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৬.৩ Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং প্রকাশনা;

৪.৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা;

৪.৬.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

৪.৬.৬ সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও তথ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ;

৪.৬.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বই আকারে বাঁধাইকরণ ও সংরক্ষণ;

৪.৬.৮ সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৪.৬.৯ ২৫ বছরের উর্ধ্বের ঐতিহাসিক দলিল এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সার-সংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী জাতীয় আর্কাইভ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরকরণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা, এবং
(খ) রেকর্ড শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৪.৭ প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদ সৃজন;

৪.৭.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;

৪.৭.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার মনোহারী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

৪.৭.৪ পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৭.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন;

৪.৭.৬ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.৭ কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭.৮ আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.৯ স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.১০ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.১১ তোষাখানা (মেইন্টেন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ১৯৭৪ প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ;

৪.৭.১২ জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাদি;

৪.৭.১৩ সচিবালয় প্রবেশে সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;

৪.৭.১৪ এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ থেকে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বণ্টন সংক্রান্ত কাজ।

৪.৭.১৫ রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় জমাকৃত বিভিন্ন উপহারসামগ্রী সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, নিলামে বিক্রয় ও হিসাব সংরক্ষণ;

৪.৭.১৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৭.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত বিষয়াদি;

৪.৭.১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সঙ্কলন প্রকাশনা;

৪.৭.১৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.২০ সচিবালয়ের পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৬(ছয়)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা,
(খ) প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা,
(গ) সাধারণ সেবা শাখা,
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা,
(ঙ) সাধারণ শাখা এবং
(চ) কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা।

৪.৮ বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৮.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৪.৮.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের নিয়োগপত্র, দায়িত্বভার গ্রহণ, দপ্তর বণ্টন, দপ্তর পুর্নবণ্টন এবং পদত্যাগ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি এবং এতদসংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ ও বিতরণ;

৪.৮.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী পদমর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে বিমান বন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ;

৪.৮.৫ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা;

৪.৮.৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ, অপসারণ ও শপথ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কাজে সহায়তা করা;

৪.৮.৭ জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence, Rules of Business, Allocation of Business ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.৮ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশাবলি;

৪.৮.৯ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৪.৮.১০ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতসমূহের জন্য প্রতি বছর আর্থিক বাজেটের প্রস্তাব প্রণয়ন;

৪.৮.১১ জাতীয় সংসদের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন সময়ে যদি কোন মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী দেশের বাইরে অবস্থান করেন অথবা সংসদে অনুপস্থিত থাকেন তা হলে উক্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর পরিবর্তে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ সংক্রান্ত কাজ;

৪.৮.১২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের বিদেশ সফরকালীন সময়ে তাঁদের দায়িত্বভার প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি ;

৪.৮.১৩ বিমান বন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.১৪ Official Dress Code/National Dress Code সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) বিধি শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);
(খ) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং
(গ) মন্ত্রিসেবা শাখা।

৪.৯ পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৯.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয় এবং অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়সহ সার্বিক বাজেট ব্যবস্থাপনা;

৪.৯.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোড নং ৩-০৪০১-০০০১ এর বিপরীতে বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট আলোচনা সভায় অংশগ্রহণপূর্বক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

৪.৯.৩ সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৪.৯.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objective) এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) প্রস্তুত/ হালনাগাদকরণ;

৪.৯.৫ প্রাপ্ত সম্পদসীমার (resource ceiling) মধ্যে অর্থবিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়ন;

৪.৯.৬ আর্থিক বরাদ্দ, বাজেট বিভাজন, উপযোজন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অর্থ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;

৪.৯.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের MBF (Ministry Budget Framework) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ;

৪.৯.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের vision, mission পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সুসংহতকরণ;

৪.৯.৯ কর্মসম্পাদন পরিমাপের জন্য মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও উপযুক্ত কর্মকৃতি নির্দেশক (performance indicator) উদ্ভাবন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ, মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং চাহিদা অনুযায়ী অর্থ বিভাগে তথ্য প্রেরণ;

৪.৯.১০ রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের গতিধারা পর্যালোচনা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৪.৯.১১ মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তথ্য সঙ্কলন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ।

৪.৯.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক ব্যয়ের হিসাব বিবরণী তৈরি করে সি,এ,ও-এর কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন (reconciliation);

৪.৯.১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল পরীক্ষা করে বিল তৈরীকরতঃ সি.এ.ও-এর কার্যালয়ে প্রেরণ এবং চেক সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট টেলিফোন অফিসে প্রেরণ;

৪.৯.১৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, ভ্রমণ ভাতা, অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা, চিত্তবিনোদন ভাতা, উৎসব ভাতা, ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, মোটর সাইকেল অগ্রিম, মোটর গাড়ী অগ্রিম, কম্পিউটার অগ্রিম ইত্যাদি ব্যয় সংক্রান্ত বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সি.এ.ও)-এর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৪.৯.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিবিধ অডিটসহ অডিট ও শৃঙ্খলা শাখার সঙ্গে সমন্বয়ক্রমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা, এবং

(খ) হিসাব শাখা।

৪.১০ জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.১০.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.৩ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.৫ বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

৪.১০.৬ জেলা প্রশাসক সম্মেলনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

৪.১০.৭ বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.৮ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৪.১০.৯ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;

৪.১০.১০ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.১১ দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৪.১০.১২ মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৪.১০.১৩ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৪.১০.১৪ নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল প্রকার পরিপত্র জারিকরণ ও প্রাসঙ্গিক কার্যাবলি;

৪.১০.১৫ জমির হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলের স্ট্যাম্পে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১০.১৬ আদালত পরিদর্শন ব্যতীত কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের অন্য সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ থানা/কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন/ দর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪.১০.১৭ আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে সমন্বয় এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৮ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.১০.১৯ সচিবালয় ব্যতীত সরকারি অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এতদসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.২০ জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও বিভিন্ন প্রকার বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৪(চার)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা;

(গ) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

৪.১১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.১১.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র ও সাধারণ যোগাযোগ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১১.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;

৪.১১.৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১১.৫ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১১.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কার্যাদি পর্যালোচনা;

৪.১১.৭ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১১.৮ সংঘটিত গুরুতর অপরাধের উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তদোদ্ভূত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৪.১১.৯ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা, এবং

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা।

৪.১২ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.১২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুর্নগঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে।

৪.১২.২ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা; এবং

(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

৫.০ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১১-১২) মোট ৩৯টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ২৩৯টি সারসংক্ষেপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকসমূহে উপস্থাপন করা হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ৩০৬টি (সূচিভিত্তিক ২৮৯টি ও বিবিধ ১৭টি) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২৫৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ২৮৯টি সূচিভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৩৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৫৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ১৭টি বিবিধ সিদ্ধান্তের মধ্যে সবগুলি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়। বিগত তিন বছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেওয়া হলঃ

অর্থ-বছর / বিষয়সমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৪৭টি	৪৩টি	৩৯টি
গৃহীত সিদ্ধান্ত	৩৫০টি	২৫১টি	৩০৬টি
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৭০টি (৭৭.১৪%)	১৯৬টি (৭৮%)	২৫৩টি (৮২.৬৮%)

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১১-১২) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২১৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ২০১টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৩৯টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৩৪টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ সকল বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

৫.২.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

(ক) ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১১'-এর বিষয়ে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০২ (দুই) জন সুধীকে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১১' প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তগণ হচ্ছেন- বেগম মেহেরুন্নেসা খাতুন, এ্যাডভোকেট এবং মরহুমা অধ্যাপক হামিদা খানম (মরণোত্তর)।

(খ) ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০১২' প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তগণ হচ্ছেন- ভাষা আন্দোলনে (১) মমতাজ বেগম (মরণোত্তর) (২) শিল্পকলায় মোবিনুল আজিম (মরণোত্তর) (৩) শিল্পকলায় তারেক মাসুদ (মরণোত্তর) (৪) শিল্পকলায় ড. ইনামুল হক (৫) সাংবাদিকতায় এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (মরণোত্তর) (৬) শিক্ষায় অধ্যাপক ড. অজয় কুমার রায় (৭) শিক্ষায় ড. মনসুরুল আলম খান (৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধ্যাপক বরেন চক্রবর্তী (৯) সমাজসেবায় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের (১০) ভাষা ও সাহিত্যে ড. হুমায়ুন আজাদ (মরণোত্তর) (১১) সাংবাদিকতায় আশফাক মুনীর চৌধুরী (মিশুক মুনীর) (মরণোত্তর) (১২) শিল্পকলায় জনাব মামুনুর রশীদ (১৩) শিল্পকলায় অধ্যাপক ড. করুণাময় গোস্বামী (১৪) শিক্ষায় ড. এ কে নাজমুল করিম (মরণোত্তর) এবং (১৫) সাংবাদিকতায় জনাব হাবিবুর রহমান মিলন।

(গ) ২৫ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ জন সুধীকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১২' প্রদান করা হয়।

৫.২.৪ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন বছরের বৈঠকঃ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি রয়েছে। সকল মন্ত্রিসভা কমিটির বিগত তিন বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলঃ

অর্থ-বছর / **কমিটিসমূহ**	**২০০৯ -১০** বৈঠক সংখ্যা	**২০১০-১১** বৈঠক সংখ্যা	**২০১১-১২** বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৮টি	৪০টি	৪০টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৮টি	১৪টি	১১টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৪টি	০৪টি	০৬টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৩টি	০২টি	০৩টি
৫। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	-	৩টি	০৩টি

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

(ক) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার-এর ১০৬তম সভা ০২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলাধীন 'তালতলী' থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ; ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানাধীন পাগলা তদন্ত কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীতকরণ; ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানাধীন 'দক্ষিণ আইচা বাজার' তদন্ত কেন্দ্রকে 'দক্ষিণ আইচা' থানায় উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান ২০টি পদের অতিরিক্ত বিভিন্ন পদবির সাতটি পদ সৃজন; ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানাধীন 'চর শশীভূষণ' তদন্ত কেন্দ্রকে 'শশীভূষণ' থানায় উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান ২০টি পদের অতিরিক্ত বিভিন্ন পদবির সাতটি পদ সৃজন করা হয়।

(খ) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'র একটি সভা ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ এবং ২৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে উক্ত কমিটির ০২(দুই)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে উক্ত কমিটির ০৪(চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সর্বমোট ১২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১০টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(চ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৪১টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ছ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মোট ১৩৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে টাস্কফোর্স-এর মোট ৭(সাত)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভায় মোট ১৩৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে - দেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন ও সিরাজগঞ্জ জেলার স্থানিক নকশা অনুমোদন, কক্সবাজার হিল ডাউন সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, গাজীপুর জেলায় কোর ভবন এলাকায় ০.১৫ শতাংশ জায়গার উপর জেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ অনুমোদন এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুরের নতুন ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন।

(ঝ) সচিব সভা

২০১১-১২ অর্থ-বছরে মোট ০২(দুই)টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ০১(এক)টি সচিব সভা এবং ০৭ মার্চ ২০১২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০১(এক)টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঞ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২৬-২৮ জুলাই ২০১১ তারিখে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১১' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৫২৩টি সিদ্ধান্ত (১৫১টি স্বল্পমেয়াদি, ২০৫টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৬৭টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত) গৃহীত হয়। স্বল্পমেয়াদি ১৫১টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৪৯টি, মধ্যমেয়াদি ২০৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৬৮টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১৬৭টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১১০টি সিদ্ধান্ত **বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি** হয়। সর্বমোট ৪২৭টি (৮১.৬৪%) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

(ট) Anti-corruption Task Team-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে Anti-corruption Task Team-এর মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঠ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র সভা

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি'র মোট চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় মোট ০৯(নয়)টি আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাঁদা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬.০ ২০১০-১১ অর্থ-বছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

৬.১ আইন

(১) Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012 এবং Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012 যথাক্রমে ২০১২ সালের ১৬ ও ১৭ নম্বর আইনরূপে ১৯ জুন ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

৬.২ বিধি

(১) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ মোতাবেক Rules of Business,1996-এর '34.non-party Care-Taker Government' শিরোনাম এবং তদবিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এবং Rules of Business,1996-এ পরবর্তীতে সন্নিবেশিত rule 3A ও rule 21 এর Sub-rule (4A) এবং তদবিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত সংক্রান্ত এস.আর.ও জারি করা হয়।

(২) দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণকে রেলপথে যাতায়াতে যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Railways Division-কে পুর্নগঠন করে Ministry of Railways গঠন এবং কার্যতালিকা নির্ধারণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জারি করা হয়।

(৩) সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় সময়োচিতভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে Science & Technology Division এবং Information & Communication Technology Division-কে পুর্নগঠন করে যথাক্রমে Ministry of Science and Technology এবং Ministry of Information and Communication Technology গঠন এবং মন্ত্রণালয় দু'টির কার্যতালিকা নির্ধারণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখে জারি করা হয়।

(৪) The National Anthem Rules, 1978-এর Schedule I সংশোধনপূর্বক Serial 3 এর বিপরীতে Column 1-এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে 'National Mourning Day (The 15th day of August every year)' প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা হয়।

(৫) ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে Rules of Business 1996 সংশোধনপূর্বক শিপ ব্রেকিং, শিপ রিসাইক্লিং ও শিপ বিল্ডিং সংক্রান্ত বিষয়াদি Rules of Business 1996-এর Schedule I-এ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা হয়।

(৬) Statistics Division-এর নাম পরিবর্তন করে 'Statistics and Informatics Division (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ)' নামকরণ করা হয় এবং এর কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০১ মার্চ ২০১২ তারিখে জারি করা হয়।

(৭) Rules of Business 1996-এর rule-12 সংশোধন Schedule-I এ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন এবং Schedule-IV ও V সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ মার্চ ২০১২ তারিখ এবং ১৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

৬.৩ বিবিধ

(১) ০৭ জুলাই ২০১১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন অনুযায়ী জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং অধস্তন অফিসসমূহে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পরিপত্র জারি করা হয়।

(২) ০৫ জুন ২০১২ তারিখে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার পুরুষ কর্মকর্তাগণকে মার্চ-নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে স্যুট-টাই পরিধান না করে অফিসে প্যান্ট, শার্ট (অর্ধ/পুরাহাতা) পরিধানের নির্দেশনা সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৩) Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974-এর কতিপয় রুল সংশোধন করে ০৬ জুন ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৪) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

৭.০ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শহীদ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, শহীদ আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ডাঃ সৈয়দা বদরুন নাহার চৌধুরী এবং নয়ীম গহরকে, চিকিৎসাবিদ্যায় অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্তকে, শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে, সাহিত্যে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মরহুম আবুল ফজলকে, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. কাজী এম বদরুদ্দোজাকে, সাংবাদিকতায় অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মরহুম বজলুর রহমানকে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. কামরুল হায়দারকে ২৫ মার্চ ২০১২ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 'স্বাধীনতা পদক ২০১২'-এ ভূষিত করা হয়।

(২) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ নিদর্শনস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় ২৫ জুলাই ২০১১ তারিখে বঙ্গভবনে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্মারকটি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ ও ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেন্ট মিসেস সোনিয়া গান্ধীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় ২৭ মার্চ ২০১২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ বিভিন্ন দেশের ০৮ জন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' (Bangladesh Liberation War Honour) এবং ৬৭ জন সম্মানিত ব্যক্তি ও ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' (Friends of Liberation War Honour) প্রদান করা হয়।

(৪) ১০ জুন ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সফরকালে সৌদি প্রিন্স HRH Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud-কে 'বাংলাদেশ মৈত্রী পদক' (Bangladesh Friendship Medal) প্রদান করা হয়।

(৫) ২৯-৩০ জুন ২০১১ তারিখে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ৩৬তম বার্ষিক সভায় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক বোর্ডের নির্বাচনে বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা পরবর্তী তিন বছরের জন্য নির্বাহী পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হওয়ায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ০৪ জুলাই ২০১১ তারিখে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ১০ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৬) গ্রীসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত ১৩তম বিশেষ অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ ২১টি স্বর্ণপদক, ৪টি রৌপ্য পদক ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে অনবদ্য সাফল্য অর্জন করায় অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ০৪ জুলাই ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি ১০ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক সংস্থা অটিজম স্পিকস এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২৫-২৬ জুলাই ২০১১ তারিখে ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রথম অটিজম সম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা হোসেন সর্বপ্রথম এ সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় সমর্থনে সাফল্যজনকভাবে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় ০১ আগস্ট ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ও তাঁর কন্যা সায়মা হোসেনকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ধন্যবাদ প্রস্তাবটি ১৪ আগস্ট ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৮) নারী ও শিশুর জীবনমান এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাউথ-সাউথ পুরস্কার লাভ বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করায় ০৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি ১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৯) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য 'জনগণের ক্ষমতায়ন' মডেল উপস্থাপন করেন, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয় এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্লেনারি সেশনে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতিসংঘে 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও শান্তির মডেল' উপস্থাপন বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি ০১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১০) ১৪-২৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বাছাই পর্বে বাংলাদেশ দল জাপানকে ১০ উইকেটে, আয়ারল্যান্ডকে ৯৫ রানে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে ওয়ানডে স্ট্যাটাস অর্জন করায় বাংলাদেশ দলের সাফল্যে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ২৮ নভেম্বর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১১) রাষ্ট্রনায়কোচিত ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি সুদৃঢ় অঙ্গীকারের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিরল মর্যাদাপূর্ণ সম্মানসূচক ডি-লিট্ ডিগ্রিতে ভূষিত করার ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় ১৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি ২৩ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১২) ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে জাতিসংঘের 'International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)' বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই ঐতিহাসিক সাফল্যে ১৯ মার্চ ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২২ মার্চ ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৩) চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১১ জুলাই ২০১১ তারিখে সংঘটিত মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৮ জন স্কুলছাত্রসহ মোট ৪০ জনের প্রাণহানি ঘটে। স্মরণকালের ভয়াবহতম এ সড়ক দুর্ঘটনায় একসঙ্গে দেশের এতগুলি সম্ভাবনাময় ও তাজা প্রাণের বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তিতে মন্ত্রিসভার ১৯ জুলাই ২০১১ তারিখের বৈঠকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ২৫ জুলাই ২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৪) ১৩ আগস্ট ২০১১ তারিখে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সংঘটিত এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশফাক মুনীর মিশুক ওরফে মিশুক মুনীরসহ পাঁচজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হওয়ায় ১৪ আগস্ট ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শোক প্রস্তাবটি ১৮ আগস্ট ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৫) ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত শিল্পী অজিত রায়ের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাবটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৬) ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর মৃত্যুতে গৃহীত শোক প্রস্তাব প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৭) বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-এর মৃত্যুতে ২৬ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভা-বেঠকে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ০১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৮) ০৫ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে দেশের বিশিষ্ট অগ্রণী শিল্প-উদ্যোক্তা স্যামসন এইচ চৌধুরীর মৃত্যুতে ১৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ২৩ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৯) মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক জনাব গোলাম মোস্তফা সরওয়ার ওরফে সাগর সরওয়ার এবং তাঁর স্ত্রী এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার মেহেরুন নাহার রুনী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে তাঁদের বাসভবনে আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তাদের অকাল মৃত্যুতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২০) বরেণ্য ও বিশিষ্ট অভিনেতা জনাব হুমায়ুন ফরীদির মৃত্যুতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৮ নভেম্বর ২০১১ তারিখে জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জনাব ওবায়দুল কাদের এবং ড. হাছান মাহমুদকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৮ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business 1996-এর rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ড. হাছান মাহমুদকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business 1996-এর rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ০৫(পাঁচ) জন মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদেরকে (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়), জনাব মুহাম্মদ ফারুক খানকে (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), সৈয়দ আবুল হোসেনকে (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়), জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে (রেলপথ মন্ত্রণালয়), জনাব ওবায়দুল কাদেরকে (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) এবং ০১ (এক) জন প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টন/পুনঃবণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জারি করা হয়।

(২৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রদানের জন্য চার সদস্য সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা হয়।

(২৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে, জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মোবারক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাবেদ আলী ও জনাব মোঃ শাহনেওয়াজকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা হয়।

(২৬) Rules of Business 1996-এর rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্তকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে জারি করা হয়।

(২৭) ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে Rules of Business 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদেরকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ১১-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত এবং ০১-১০ এপ্রিল ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর-এ সরকারি সফরে গমন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(২৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ১৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২২-২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত জার্মানি, ২৬-৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া, ০৯-১২ নভেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত মালদ্বীপ, ০৫-০৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত মিয়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া, ১১-১২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভারত (ত্রিপুরা), ১১-১৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখ পর্যন্ত তুরস্ক, ২০-২৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখ পর্যন্ত কাতার এবং ২৯-৩০ মে ২০১২ তারিখ পর্যন্ত কাতার-এ সরকারি সফরে গমন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এ বিভাগের Ministry Budget Framework (MBF) অর্থাৎ মিশন স্টেটমেন্ট, প্রধান কার্যাবলি, অগ্রাধিকার খাতসমূহ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ সংশোধন ও হালনাগাদ করে ০৯ মে ২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৩১) মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রাসঙ্গিক ও হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংবলিত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি) প্রস্তুত করে ১৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৩২) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২৪টি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়।

(৩৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপিতব্য পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (FCR)-এর সার-সংক্ষেপকে অধিকতর তথ্যবহুল, কার্যকর এবং বিশ্লেষণধর্মী করার লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ২০১১ তারিখে FCR এর নতুন ছক সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন দ্রুতগতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সকল জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে IEMS (Information Exchange Management System) সফটওয়্যার চালু করা হয়।

(৩৪) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১১ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানসমূহে জেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাগণের ব্যাপক অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দিবসসমূহে কর্মকর্তাগণের অনুপস্থিতির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কঠোর অবস্থান জেলা প্রশাসকগণকে অবহিতকরণ এবং বর্ণিত দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পৃথক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৩৫) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১১, মহান বিজয় দিবস ২০১১, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১২, পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ২০১২, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২, ১৭ মার্চ ২০১২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯২তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১২, ১৭ এপ্রিল ২০১২ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং মহান মে দিবস ২০১২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির নিরিখে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৩৬) ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখ বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১১ উদ্‌যাপনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বিভাগীয় কমিশনার বরাবর উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করেন।

(৩৭) জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর আমন্ত্রণপত্র প্রেরণের বিষয়ে ২৯ মার্চ ২০১২ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর কতিপয় পালনীয় বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়।

(৩৮) জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৩৯) জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ০৩ মে ২০১২ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৪০) জনসাধারণের জন্য দর্শনীর বিনিময়ে উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে উত্তরা গণভবন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা সুনির্দিষ্টকরণ উত্তরা গণভবন খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরের বাজেট উপস্থাপন, গণভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে নিরাপত্তা বিষয়ক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামতি কাজের জন্য অগ্রিম থোক বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত অর্থের খাতওয়ারি বিভাজনে মঞ্জুরি জ্ঞাপন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

(৪১) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৯ এবং ৩০তম ব্যাচের শিক্ষানবিস কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং-এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এক ও অভিন্ন মডিউল প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত মডিউল অনুযায়ী দেশের ০৭টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং কার্যক্রম সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(৪২) নবনিয়োগকৃত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ২৩ জানুয়ারি ২০১২, ১৬ মে ২০১২ এবং ০৬ জুন ২০১২ তারিখে পৃথক তিনটি ব্রিফিং সেশনের আয়োজন করা হয়। ব্রিফিং সেশনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জেলা ও মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নির্দেশনা-সংবলিত সঙ্কলন প্রস্তুতপূর্বক জেলা প্রশাসকগণকে প্রদান করা হয়।

(৪৩) ১৫ আগস্ট ২০১১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০১১ সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ ৬৪টি জেলা এবং ৪২৩টি উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(৪৪) ২১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি-২০১১' শীর্ষক পুস্তিকাটি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৪৫) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর ১৩ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৬) 'সহজে অনুসরণযোগ্য যৌথ সীমান্ত সম্মেলন পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'র তিনটি সভা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি বিদ্যমান যৌথ সীমান্ত সম্মেলন নীতিমালাটি যুগোপযোগী ও হালনাগাদপূর্বক স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৪৭) ০৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সীমান্ত হাট ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় Mode of Operation of Border Haat-এর কতিপয় শর্ত সংশোধন এবং ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত চারটি নতুন সীমান্ত হাট স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৮) উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১-এর নির্দেশনামতে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং হস্তান্তরিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মতালিকা (Charter of Duties) প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বরাবর ০১ মার্চ ২০১২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৯) মেঘনা নদী থেকে বালু উত্তোলনের ফলে মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৩ মে ২০১২ তারিখে 'A report on alleged sand extraction from the Meghna River causing Human Rights violation of Mayadip Island residents' শীর্ষক প্রতিবেদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মায়াদ্বীপের অধিবাসীদের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং মেঘনা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করার জন্য ১০ মে ২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ ও জেলা প্রশাসক কুমিল্লা-কে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

(৫০) ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণের জন্য ২(দুই)টি স্মারক জারি করা হয়।

(৫১) ০৫ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর বিধান অনুসরণের জন্য ২(দুই)টি স্মারক জারি করা হয়।

(৫২) দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক ৩২ জন, উপ-সহকারী পরিচালক ৩২ জনকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান এবং পরিচালক ০৪ জন, উপপরিচালক ৩০ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০১ জন, প্রধান সহকারী ০৪ জন, হিসাবরক্ষক ০১ জন ও উচ্চমান সহকারী/সহকারী পদে ১০ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

(৫৩) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে দুর্নীতি দমন কমিশনে মোট ৫৬৭টি মামলা দায়ের, ৯৬৪টি চার্জশীট ও ৫১৬টি এফআরটি দাখিল করা হয়। একই সময়ে ৪১টি মামলায় সাজা এবং ১৩৬টি মামলায় খালাস দেওয়া হয়।

(৫৪) এডিবি ও ডানিডা'র অর্থায়নে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (BPATC) দুর্নীতি দমন কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্তদের দুই মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৫৫) জেলা সফরকারী অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণকে প্রটোকল প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স হুবহু অনুসরণের বিষয় জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৫৬) অবৈধভাবে মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ রোধকল্পে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৫৭) ওএমএস ও সুলভ মূল্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৫৮) ১৮ মার্চ ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অধিশাখায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ২২২টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৫টির বিষয়ে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি দেওয়া হয় এবং ১৮০টি মামলা নথিজাত করার জন্য বলা হয় অর্থাৎ মোট ২০৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অবশিষ্ট ১৭টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।

(৬০) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৭,৩৫২টির বিপরীতে ৩৬,০০৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ৮৭,৩৮৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৮,৩৮,০৯,২৯৬ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার ২০৭.৫।

(৬১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৭টি বিভাগ ও দেশের ৬৪টি জেলায় মোট ৭৫টি end point-এ video conferencing system স্থাপন করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা সদরের সঙ্গে fiber optic link স্থাপিত হয়। Fiber optic link এর মাধ্যমে কেন্দ্রের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি তদারকি এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৬২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) কর্মসূচির সহায়তায় দেশের সকল জেলায় ই-সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জনগণকে তথ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

(৬৩) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'Supporting the Good Governance Programme' প্রকল্পের আওতায় নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় grievances redressing system গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়।

(৬৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) কর্মসূচির সহায়তায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে জনগণের চাহিদা নিরুপণের জন্য সারাদেশে ইউনিয়নসমূহে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের (UISC) কার্যক্রম চালু করা হয়। ৪,৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৬৫) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy সংক্ষেপে, NIS) ২১ মে ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। NIS আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশসহ পুনরায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য ২২ মে ২০১২ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৮ (আট) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২৪ জুন ২০১২ তারিখে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে NIS-এর খসড়া নতুন করে প্রণয়নের জন্য একজন পরামর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৬৬) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মনোনীত কর্মকর্তাদের ইউনিকোড ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং বর্তমানে ইউনিকোড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমিত এনকোডিং-এর ব্যবহার শুরু করা হয়।

(৬৭) সচিবালয় Network Backbone স্থাপন সম্পন্ন করা হয়। এতে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে সচিবালয় Network Backbone-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

(৬৮) LCG Working Group on Good Governance-এর ০২ (দুই)টি সভা ০২ জুলাই ২০১১ এবং ১৩ মে ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এডিবি-এর যৌথ উদ্যোগে 'Good Governance: Leveraging Initiatives that Work' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ঢাকায় ১৯ মে ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৭০) ০২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভায় 'জাতীয় পুরস্কার/ পদক'-এর সংখ্যা ১২ থেকে ১১-তে নামিয়ে আনার সুপারিশ গৃহীত হয়।

(৭১) 'সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি'তে ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর স্থলে নির্বাহী পরিচালক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি), বাংলাদেশ ব্যাংক-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৭২) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক), মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং এর নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭৩) নবম জাতীয় সংসদের ২০১২ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণের খসড়া পরিমার্জনের জন্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ০২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টাকে আহ্বায়ক করে গঠিত ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ৪টি সভার মাধ্যমে ভাষণের খসড়া সংশোধন ও পরিমার্জন করে।

(৭৪) ১৩ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভায় ২৫টি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট শিল্পী/কলাকুশলী/চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১০' প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(৭৫) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'তে নয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করে ৩০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭৬) ১৬ মে ২০১২ তারিখে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি' (ECNCST) পুনর্গঠন করা হয়।

(৭৭) ১৬ মে ২০১২ তারিখে দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৭৮) ০৫ জুন ২০১২ তারিখে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(৭৯) ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মোট ৪৩ খন্ড ১১ অক্টোবর ২০১১ ও ১৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে জাতীয় আর্কাইভ-এ হস্তান্তর করা হয়।

(৮০) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মোট ১৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮১) নবম জাতীয় সংসদের ২০১২ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে চূড়ান্ত করে মুদ্রিত আকারে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়।

(৮২) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১০-১১ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৮৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট ২৫৯টি পত্র গৃহীত হয় এবং পত্রগুলি যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবে ০১ জুলাই ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৪৪ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ৩৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৪০ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীকে ডিজিটাল নথি নম্বর পদ্ধতি, ফাইল সার্ভার, এন্টি ভাইরাস, ইন্টারনেট, ই-মেইল এবং বাংলা ইউনিকোড ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২) প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের ২৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৩৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ১৭টি ওয়ার্কশপে ২৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ৩১ জন কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

(৩) সরকারের মৌলিক নীতি নির্ধারণী দলিলসমূহে প্রতিফলিত কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা ও মধ্যমেয়াদে প্রাপ্তব্য সম্পদের ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট পরিপত্র-১ এর নির্দেশনা অনুসরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ২৮.৩০ কোটি টাকার বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয় এবং পরবর্তী চার অর্থ-বছরের জন্য যথাক্রমে ২৯.৭৫, ৩১.৮৩, ৩৪.০৬, এবং ৩৬.৪৪ কোটি টাকার বাজেট প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়।

(৪) 'মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)' পুস্তিকায় সংযোজনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি Version) প্রণয়নপূর্বক ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৮২.৩৫ শতাংশ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১০৬.৬৬ শতাংশ; জেলা প্রশাসকগণের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৪২.২৩ শতাংশ; জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসন সংশিষ্ট সিদ্ধান্ত (স্বল্পমেয়াদি) বাস্তবায়নের হার ৯৮.৬৭ শতাংশ এবং বাৎসরিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ২০৭.৫ শতাংশ।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Supporting the Good Governance Programme' এ ৪৭টি tranche condition-এর মধ্যে ৪৩টি conditions বাস্তবায়িত হয়।

পরিশিষ্ট-০১

২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

(সকল ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা অনুসরণ করা হয়নি)

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিত নম্বর	পদবি
১।	জনাব এম আব্দুল আজিজ এনডিসি (১৩০৭)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২।	জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা (২৯২৩)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব
৩।	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম (১২২৯)	অতিরিক্ত সচিব
৪।	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক (১৬১০)	অতিরিক্ত সচিব
৫।	জনাব মরতুজা আহমদ (২৪৬১)	অতিরিক্ত সচিব
৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (১১৫৫)	অতিরিক্ত সচিব
৭।	জনাব ইসতিয়াক আহমদ (৩৪৯৫)	অতিরিক্ত সচিব
৮।	জনাব মোঃ নূরুল করিম (৭২৫৯)	অতিরিক্ত সচিব
৯।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (১১৫৫)	যুগ্মসচিব
১০।	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন (৩৪১৮)	যুগ্মসচিব
১১।	জনাব এম. কায়সারুল ইসলাম (৩৪৫৫)	যুগ্মসচিব
১২।	জনাব ইসতিয়াক আহমদ (৩৪৯৫)	যুগ্মসচিব
১৩।	জনাব মোঃ নূরুল করিম (৭২৫৯)	যুগ্মসচিব
১৪।	জনাব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত (৩৬৬৩)	যুগ্মসচিব
১৫।	জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী (৪৫০৮)	যুগ্মসচিব
১৬।	শেখ মোহাম্মদ শামীম ইকবাল (৪০০৬)	যুগ্মসচিব
১৭।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ (৪৭৬৯)	যুগ্মসচিব
১৮।	মীর মোশাররফ হোসেন (৪৮০১)	যুগ্মসচিব
১৯।	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ (৪৭৬৯)	উপসচিব
২০।	শেখ মোহাম্মদ শামীম ইকবাল (৪০০৬)	উপসচিব
২১।	মীর মোশাররফ হোসেন (৪৮০১)	উপসচিব
২২।	জনাব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী (৪৫০৮)	উপসচিব
২৩।	ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক (৪০২১)	উপসচিব
২৪।	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম (৪০৭৪)	উপসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিত নম্বর	পদবি
২৫।	বেগম সাহান আরা বানু (৪১৩৪)	উপসচিব
২৬।	জনাব মোঃ মশিউর রহমান (৫২১৯)	উপসচিব
২৭।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (৫৩৪৮)	উপসচিব
২৮।	বেগম মালিহা নার্গিস (৫৪১৮)	উপসচিব
২৯।	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (৫৫৪৪)	উপসচিব
৩০।	বেগম সাবিহা পারভীন (৫৬৩২)	উপসচিব
৩১।	বেগম নীলিমা আখতার (৫৬৫৩)	উপসচিব
৩২।	জনাব মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক (৫৬৭৬)	উপসচিব
৩৩।	জনাব শাব্বীর হোসেন (৫৭৪৩)	উপসচিব
৩৪।	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস (৫৭৪৫)	উপসচিব
৩৫।	জনাব মোঃ শাহ আলম (৫৭৫২)	উপসচিব
৩৬।	বেগম আবেদা আক্তার (৫৭৯৩)	উপসচিব
৩৭।	ড. নাসিম আহমেদ (৫৯০৫)	উপসচিব
৩৮।	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন (৫৭৬৮)	উপসচিব
৩৯।	জনাব মোঃ আলী হোসেন (৫৯২৬)	উপসচিব
৪০।	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (৫৯৭০)	উপসচিব
৪১।	বেগম হাবিবুন নাহার (৬০৩৩)	উপসচিব
৪২।	বেগম খোরশেদা ইয়াসমীন (৬০৮০)	উপসচিব
৪৩।	বেগম ফাতেমা রহিম ভীনা (৬২৭১)	উপসচিব (সংযুক্ত)
৪৪।	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ (৬৯৫১)	উপসচিব (নন-ক্যাডার)
৪৫।	জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের (৬১১৪)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
৪৬।	জনাব মোঃ রাজিবুল আহসান (১৫৮৭৫)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
৪৭।	জনাব মোহাম্মদ আবদুল লতিফ (৬৪৫৫)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
৪৮।	জনাব মোঃ আলী হোসেন (৫৯২৬)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৪৯।	জনাব মেহেদী হাসান (৫৯৭০)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫০।	বেগম হাবিবুন নাহার (৬০৩৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫১।	বেগম খোরশেদা ইয়াসমীন (৬০৮০)	সিনিয়র সহকারী সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিত নম্বর	পদবি
৫২।	বেগম ফাতেমা রহিম ভীনা (৬২৭১)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৩।	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন (৬৫০৯)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৪।	জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান (৬৫২৬)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৫।	বেগম ইয়াসমিন বেগম (৬৫৪০)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৬।	বেগম আয়েশা আক্তার (৬৫৭০)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৭।	বেগম মনিরা বেগম (৬৬৩৪)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৮।	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ (৬৭১৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৯।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (৬৭৬২)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬০।	ড. সৈয়দা ফারহানা নূর চৌধুরী (৬৮০৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬১।	বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন (৬৮১৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬২।	শেখ নূর মোহাম্মদ (১৫০১৪)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৩।	জনাব মোঃ ওসমান গনি (১৫০৮১)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৪।	জনাব মুহাম্মদ ইউছুফ (১৫২৫৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৫।	কাজী নিশাত রসুল (১৫৩২৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৬।	জনাব মুহাম্মদ রেজায়ে রাববী (১৫৫৪৭)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৭।	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (১৫৭৯৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৮।	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান (১৫৫২৬)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬৯।	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম (১৫৭৯৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৭০।	জনাব হোসেন আহমেদ (১৫৮৭৬)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৭১।	জনাব মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান (১৫৯৩৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব
৭২।	জনাব পতিত পাবন দেবনাথ (১১১১২)	সহকারী সচিব (নন-ক্যাডার)
৭৩।	বেগম শিরিন আখতার (০৪২৯)	সিনিয়র সহকারী প্রধান
৭৪।	জনাব প্রভাষ চন্দ্র রায় (০৩০১)	সিনিয়র সহকারী প্রধান
৭৫।	জনাব মশিউর রহমান (০৪৪০৩)	সহকারী প্রধান
৭৬।	জনাব মোঃ মজিবুল হক	গোপনীয় কর্মকর্তা
৭৭।	মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান খান	সিস্টেম এনালিস্ট
৭৮।	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন সরকার	প্রোগ্রামার
৭৯।	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
৮০।	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তাফা	এসিসট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট
৮১।	জনাব রফিকুল ইসলাম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)

পরিশিষ্ট-০২

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

অর্থ-বছরঃ ২০১১-১২

ক্রমিক	কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক (সংখ্যা/শতকরা হার)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	সন্তোষজনক/ সন্তোষজনক নয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	শতকরা হার	১০০% (৫১)	৮২.৩৫% (৪২)	সন্তোষজনক	-
২.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	৩০ (১০০%)	৩২ (১০৬.৬৬%)	সন্তোষজনক	লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।
৩.	জেলা প্রশাসকগণের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	৪,৬০৮ (১০০%)	৬৫৫৪ (১৪২.২৩%)	সন্তোষজনক	লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।
৪.	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত (স্বল্পমেয়াদি) বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	১৫১ (১০০%)	১৪৯ (৯৮.৬৭%)	সন্তোষজনক	-
৫.	বাৎসরিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ বাস্তবায়নের হার	সংখ্যা ও শতকরা হার	১৭,৩৫২ (১০০%)	৩৬,০০৪ (২০৭.৫%)	সন্তোষজনক	লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণ অর্জিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-০৩

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১১-১২ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় মোট ০২(দুই)টি প্রকল্প রয়েছে। একটি অনুন্নয়ন বাজেটের অধীন **'ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয়'** এবং অন্যটি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কারিগরি সহায়তা প্রকল্প **'সাপোর্টিং দ্যা গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম'**। 'ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয়' শীর্ষক কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৭.৫০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৬.২৫২৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে 'সাপোর্টিং দ্যা গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম'-এ বরাদ্দ মোট ছিল ১৫.৫২ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭.০৬ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয়।

১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দেশের ৭টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলায় মোট ৭৫টি end point-এ video conferencing system স্থাপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা সদরের সঙ্গে fiber optic link স্থাপিত হয়েছে। এ fiber optic link সারাদেশে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে জেলা সদরে অবস্থিত অন্যান্য অফিসসমূহের তথ্য আদান প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি তদারকি এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.০ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

২.১ সরকারের গৃহীত নীতি, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি সম্পর্কে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে দিক-নির্দেশনা প্রদান, সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি, মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যকর সমন্বয় সাধন এবং অধিকতর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

২.২ সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মাঠ-পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম নিবিড় সমন্বয় ও তদারকিকরণ;

২.৩ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকগণের সঙ্গে মাঠ প্রশাসনের প্রতিনিধিদের ইন্টার-নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২.৪ মাঠ প্রশাসনে সভা আয়োজনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং আর্থিক ব্যয় হ্রাসকরণ;

২.৫ উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা ও ই-সেবা নিশ্চিতকরণ।

৩.০ কর্মসূচির মেয়াদঃ অক্টোবর ২০০৯ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত।

৪.০ কম্পোনেন্টসমূহঃ

৪.১ ফাইবার অপটিক লিংক ও ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জামাদি স্থাপন।

৫.০ কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১৭.৫০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১৬.২৫২৩ কোটি টাকা।

৫.১ ২০১১-১২ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য
১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	-	১৬২৫.২৩	১৬২৫.২৩	-

৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহঃ

ফাইবার অপটিক লিংক ও ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জামাদি স্থাপন।

৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/ উৎসঃ

কর্মসূচির সম্পূর্ণ বাজেট বরাদ্দ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) খাত থেকে সংকুলান করা হয়।

৮.০ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থাঃ

'ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয়' শীর্ষক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭৫টি end point-এ যন্ত্রপাতি installation-এর কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১২ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) **প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ** সাপোর্টিং দ্যা গুড গভর্ন্যান্স প্রোগ্রাম ।

১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন ''Supporting the Good Governance Program''-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি খাতে দুর্নীতি প্রশমনে যথাযথ আইনি ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসকরণের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এমনভাবে অর্জন করা যাতে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের ৪৭টি Tranche conditions-এর মধ্যে ৪৩টি conditions ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২.০ কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

২.১ সরকারি খাতে দুর্নীতি প্রশমনে যথাযথ আইনি ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসকরণ;

২.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিকরণ;

২.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা স্থাপন।

৩.০ কর্মসূচির মেয়াদঃ নভেম্বর ২০০৭-ডিসেম্বর ২০১২।

৪.০ কম্পোনেন্টসমূহঃ

রাজস্বঃ

৪.১ বেতন ও ভাতা
৪.২ সরবরাহ ও সেবা
৪.৩ প্রশিক্ষণ
৪.৪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন
৪.৫ পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)।

৫.০ কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১৫.৫২ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ৭.০৬ কোটি টাকা।

৫.১ ২০১১-১২ অর্থ-বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা)
১৮৯.০০	৩৯.০০	১৫০.০০	১১৮.৫০	১০.২৬	১০৮.২৪

৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহঃ

মূলধনঃ

৬.১ সম্পদ সংগ্রহঃ (ক) কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ, (খ) কম্পিউটার সফটওয়্যার।

৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্যঃ

কর্মসূচিটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকঃ
এডিবি ও ডানিডা।

৮.০ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থাঃ

এডিবি-এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাস্তবায়নাধীন 'Supporting the Good Governance Program' শীর্ষক কর্মসূচিটির ৪৭টি Tranche Conditions-এর মধ্যে ৪৩টি Conditions ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবাস্তবায়িত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এ কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি (TPP) বাস্তবায়নের মেয়াদ এবং ঋণের অর্থ ছাড়করণের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। কর্মসূচির TPP সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-কম(সি-১৩)—১৫০ বই, ২০১২ ।